২২.১২.২০২৩
সি টি. নং ১৫
এডেব
২০১৬ সালের ডবলু পি এ ৩২১০
শ্রীমতী স্মৃতি গাঙ্গুলী
বনাম
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যরা
মিঃ তপন কে.আর. মহাপাত্র
কুমারী অর্পিতা প্রধান
....আবেদনকারীর জন্য
মিঃ সন্দীপন ব্যানার্জি
মিঃ অঙ্কিত সুরেকা
মিঃ সোবহান মজুমদার
কুমারী রোমা হালদার
...এইচ এম সি এর জন্য
কুমারী তনুজা বসাক
...রাষ্ট্রের জন্য

আবেদনকারীর স্বামী হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী ছিলেন যিনি ৩১শে জুলাই, ১৯৯৬-এ চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৯-এ মারা গিয়েছিলেন। কর্মচারীর জীবদ্দশায় অবসরকালীন বকেয়া তার অনুকূলে মুক্তি পায়নি। আবেদনকারীর স্ত্রী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পারিবারিক পেনশন এবং আজীবন বকেয়া পেনশন পাওয়ার অধিকারী কারণ এটি আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত আবেদনকারীর স্বামীর মৃত্যুর পর হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ এবং পেনশন, ভবিষ্য তহবিল এবং গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালক (এর পরে " ডিপিপিজি " হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোনও সমসাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি আবেদনকারীর পেনশন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যা বর্তমান রিট পিটিশনের সূত্রপাত করেছে। আবেদনকারী বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুর কারণে টার্মিনাল সুবিধা এবং পারিবারিক পেনশন মুক্তির দাবি করেছেন।

কয়েকবার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে আবেদনকারীর পেনশন ফাইল পাঠানো হয়েছিল ডিপিপিজি কে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পেনশন ফাইল ফেরত দেওয়া হয় আইনি উত্তরাধিকারী সনদ না থাকার কারণে। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে এই আদালতের সামনে প্রকাশ করা হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আবেদনকারীর পেনশন ফাইলটি ৩০শে মে, ২০২৩ তারিখে ডিপিপিজি -এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৩ই জুন, ২০২৩-এ ডিপিপিজি ফেরত দিয়েছিল। বর্তমানে পেনশনের ফাইল হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে পড়ে আছে।

বহুবার রিট পিটিশনের শুনানি হয়েছে এবং আজ ডিপিপিজির পক্ষে একটি অবস্থান নেওয়া হয়েছে যে মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বিধবা হওয়ার কারণে আবেদনকারীকে প্রদেয় পারিবারিক পেনশন মুক্তি দেওয়া যেতে পারে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু করার পরে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখের পরের তারিখ থেকে যার জন্য আইনি উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মৃত কর্মচারীর বকেয়া পেনশন এবং অবসর গ্রহণের গ্র্যাচুইটি অন্তর্ভুক্ত আজীবন বকেয়া পেনশন মুক্তির জন্য, আবেদনকারীকে আইনি উত্তরাধিকার শংসাপত্র জমা দিতে হবে কারণ পেনশন ফাইলের যাচাই-বাছাই করার সময় এমন কোনও নথি পাওয়া যায়নি যার দ্বারা মৃত কর্মচারী তার স্ত্রীর পক্ষে মনোনয়ন করেছিলেন, আবেদনকারী হচ্ছেন, যখন তিনি চাকরিতে ছিলেন। এই বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অডিট শাখার ৭ই জুলাই, ১৯৯০ তারিখের নং ৬৭২৫-এফ একটি স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত স্মারকলিপির অনুচ্ছেদ ৪ পর্যবেক্ষণে ৭ই জুলাই, 1990 তারিখে এটি প্রতীয়মান হয় যে দাবিদারের যোগ্যতা এবং পরিচয় সম্পর্কিত পেনশন মামলা প্রক্রিয়াকরণের সময় কোনও সন্দেহের ক্ষেত্রে, উত্তরাধিকার শংসাপত্র তৈরির জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।

বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীর স্বামী ৩১শে জুলাই, ১৯৯৬-এ অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৯-এ মারা যান তবে এখানে আবেদনকারী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা আজীবন বকেয়া পেনশন দাবি করার কোনও দাবি নেই কারণ এটি বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্ব করছে পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এই রিট পিটিশনে তার পুত্র অরিন্দম গাঙ্গুলী এবং তার স্ত্রী শ্রীমতি স্মৃতি গাঙ্গুলী নামে দুই উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন।

ডিপিপিজির পক্ষে গৃহীত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক পেনশন মুক্তির জন্য পেনশন পেমেন্ট অর্ডার জারি করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই; ডিপিপিজিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে পেনশন ফাইল প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কর্পোরেশন ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে পেনশন ফাইল জমা দেবে।

ডিপিপিজিকে আবেদনকারী এবং তার ছেলে অরিন্দম গাঙ্গুলীর কথা শুনতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একজন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক উত্তরাধিকারীদের তাদের পরিচয় প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর উত্তরাধিকারী হিসাবে ফটো পরিচয়পত্র সহ প্রাসঙ্গিক নথিপত্র তৈরি করার পরে এবং এই বিষয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা শুনানির তারিখ এবং সময় জানিয়ে নোটিশে রাখুন। মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্ত্রী ও ছেলের প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পরীক্ষা করলে ডিপিপিজি সে যে ব্যক্তিদের পরিচয় দেবে সে সম্পর্কে সন্তুষ্ট আজীবন বকেয়া পেনশন মুক্তির জন্য দ্রুত পদক্ষেপ। উপরের অনুশীলনটি ডিপিপিজি এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করবে।

যদি ডিপিপিজি আবেদনকারী এবং তার ছেলের পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হয় তবে তিনি যুক্তিযুক্ত আদেশ পাস করবেন এবং আবেদনকারী এবং তার ছেলেকে অবহিত করবেন যে উপলব্ধ বিকল্প পদক্ষেপগুলি কী হবে যা মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর উত্তরাধিকারীদের গ্রহণ করতে হবে আজীবন বকেয়া পেনশন।

উপরোক্ত নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

অর্ডারের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সাধারন উদ্যোগে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(মহামান্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।